দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৬ ঈসায়ী

ফতোয়া আর্কাইভ -২০১৫

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের
নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র
২০১৫ ঈসায়ী

সূচীপত্র

[ফতোয়া চাই , Mali' তে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ আর্মির যুদ্ধ প্রসঙ্গে](#) ৪

[গণতন্ত্র সম্পর্কে পূর্বসূরী ও বর্তমান আকাবীরদের অভিমত](#) ১২

[ফুরুয়ী বিষয়ে ইখতিলাফ](#) ১৮

ফতোয়া চাই || Mali'তে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ আর্মির যুদ্ধ প্রসঙ্গে

Abu Anas

Member

১১-২০-২০১৫

আপনারা সবাই জানেন বাংলাদেশ আর্মি টাকার বিনিময়ে কুফরসংঘ'র (UN) সাথে যুক্ত হয়ে মালিতে আল-কায়েদা মুজাহিদীনদের শরিয়াহ প্রতিষ্ঠিত ভূমিতে কুফফারদের হয়ে লড়াই করছে।

মালিতে

১) বাংলাদেশ আর্মির সদস্য = ১৩৪১ জন

২) নৌ-বাহিনীর সদস্য = ১০৬ জন

৩। বিমান-বাহিনীর সদস্য = ১ জন

মোট = ১৪৪৮ জন

সুত্রঃ- বাংলাদেশ আর্মড ফোর্স

তাছাড়াও ইরাক, সোমালিয়া, আফগানিস্তান, সুদানে বাংলাদেশ আর্মি, নৌ ও বিমান বাহিনী কাফেরদের হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

বিস্তারিত দেখুন এই লিঙ্কেঃ- http://www.afd.gov.bd/index.php/un-p...-in-un-mission

ঈমান আনার পর প্রথম ফরজ মুসলিম ভূমির রক্ষা।

কিন্তু এই সকল মুসলিম নামধারী দেশের সেনারা কুফরসঙ্ঘের হয়ে মুসলিম বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তাহলে এই সকল সেনার বিরুদ্ধে ফতোয়া কি ???

আশা করি, বিজ্ঞ-আলেমদের নিকট যেই পারেন প্রশ্ন পৌঁছে দিবেন দিবেন এবং বাংলাদেশ আর্মির বিরুদ্ধে কি করা উচিত সেই ফতোয়া জানাবেন ?

বাংলাদেশ আর্মি, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল সদস্যের উপর হামলা কি বৈধ হবে, নাকি শুধুমাত্র কুফরসংঘের হয়ে মিশনে অংশগ্রহণকারী সেনাদের উপর আক্রমণ বৈধ ?

***নোটঃ স্পেনের মাদ্রিদে ট্রেন আক্রমণের পর ১৯১ জন নিহত হয়, এই চাপে স্পেন আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার করে।

বাংলাদেশে সেই রকম মুসলিম দেশ থেকে সেনা প্রত্যাহার কাড়ানোর জন্য মিলিটারি/ নৌ-বিমানবাহিনীর ঘাঁটিতে আক্রমণ কি বৈধ হবে ???

বিস্তারিত জানান।

আরও লিঙ্কঃ-

https://en.wikipedia.org/wiki/United...Western_Sahara

http://bdnews২৪.com/bangladesh/২০১৫/...t-dead-in-mali

http://www.afd.gov.bd/index.php/un-p...ing-operations

Ahmad Faruq M

Senior Member

১১-২২-২০১৫

যুদ্ধরত কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারে শাইখুল আরব ওয়াল আজম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রঃ) এর ফতোয়া

==========

فتاوي الأئمة في براءة الكفرة

شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا فتوی

"قتل مسلم کی تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی مسلمان کافروں کے ساتھ ہو کر ان کی فتح و نصرت کے لئے مسلمانوں سے لڑے یا لڑائی میں ان کی اعانت کرے اور جب مسلمانوں اور کافروں میں جنگ ہو رہی ہو تو کافروں کا ساتھ دے۔یہ صورت اس جرم کے کفرو عدوان کی انتہائی صورت ہے اور ایمان کی موت اور اسلام کے نابود ہو جانے کی ایسی اشد حالت ہے جس سے زیادہ کفر اور کافری کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے وہ سارے گناہ، ساری معصیتیں، ساری ناپاکیاں،ہر قسم کی نافرمانیاں جو ایک مسلمان اس دنیا میں کر سکتا ہے یا ان کا وقوع دھیان میں آ سکتا ہے سب اس کے آگے ہیچ ہیں۔ جو مسلمان اس کا مرتکب ہو وہ قطعا کافر ہے اور بدترین قسم کا کافر ہے۔ اس نے صرف قتل مسلم کا ارتکاب نہیں کیا بلکہ اسلام کے برخلاف دشمنان حق کی اطاعت و نصرت کی ہے۔ اور یہ بالاتفاق اور بالاجماع کفر صریح ہے۔جب شریعت ایسی حالت میں غیر مسلموں کے ساتھ کسی طرح کا علاقہ محبت رکھنا بھی جائز نہیں رکھتی تو پھر صریح اعانت فی الحرب کے بعد کیونکر ایمان و اسلام باقی رہ سکتا ہے"۔

]قتل مسلم ،کتاب: معارف مدنی افادات مولانا حسین احمد مدنی[جمع و ترتیب:مفتی عبدالشکور ترمذی

বাংলা অনুবাদঃ-

যুদ্ধরত কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারে শাইখুল আরব ওয়াল আজম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রঃ) এর ফতোয়া

মুসলমান হত্যার তৃতীয় রূপ হচ্ছে এই যে, কোন মুসলমান কাফেরদের পক্ষ নিয়ে তাদের সাহায্য ও বিজয়ের জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, অথবা যুদ্ধে

তাদের সহায়তা করে কিংবা যখন মুসলমান ও কাফেরদের যুদ্ধ চলতে থাকে তখন কাফেরদেরকে সমর্থন জানায়।

এমতাবস্থায় উপরোক্ত অপরাধটি কুফরি ও সীমালঙ্ঘনের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয় এবং ঈমান ধ্বংস ও ইসলাম শূন্যতার এমন জঘন্য ও নিকৃষ্ট অবস্থায় পৌঁছায়, যার চেয়ে মারাত্বক কুফর ও কুফরী কর্মকাণ্ড কল্পনাও করা যায়না।

বিশ্বে যে কোন মুসলমানের পক্ষে সম্পাদন করা সম্ভব অথবা কোন মুসলমানের কল্পনায় আসতে পারে এমন যাবতীয় পাপ, সকল সীমালঙ্ঘন, সকল অপবিত্রতা এবং সর্বপ্রকার অবাধ্যতা – এই অপরাধের সামনে তুচ্ছ।

যে মুসলমান এতে লিপ্ত হবে, সে নিশ্চিত কাফের এবং নিকৃষ্টতম কাফের।

সে শুধু মুসলমান হত্যায় জড়িত হয়েছে এটুকুই নয় বরং ইসলামের বিরুদ্ধে হক্ক এর শত্রুদের আনুগত্য ও সহায়তা করেছে এবং এটি সকলের ঐক্যমতে সর্বসম্মতিক্রমে কুফরে ছরীহ – সুস্পস্ট কুফর।

এমতাবস্থায় শরীয়ত যেখানে অমুসলিমদের সাথে কোন প্রকার মহব্বতের সম্পর্কেরও বৈধতা দেয়না, সেক্ষেত্রে যুদ্ধে সুস্পষ্ট সহযোগিতার পরেও কি করে ঈমান ও ইসলাম বাকি থাকতে পারে?

==========

অধ্যায়ঃ কতলে মুসলিম; মাআ'রেফে মাদানী; মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রঃ)

সংকলন ও বিন্যাসঃ- মুফতী আব্দুস সাকুর তিরমিজী।

Ahmad Faruq M

Senior Member

১১-২২-২০১৫

পাকিস্তানের সাবেক মুফতী শাইখ নিজামুদ্দীন শামজাই (রহঃ) এর ফতোয়া

==========

فتوى الشيخ نظام الدين شامزي مفتي باكستان السابق

بعد الحملة الأمريكية على أفغانستان فإن الأحكام الشرعية على المسلمين هي :

———————————

أولاً : أصبح الجهاد فرض عين على المسلمين كلهم خاصة وأنه في الأوضاع الحالية فإن الإمارة الإسلامية في أفغانستان هي البلد الإسلامي الوحيد الذي تطبق فيه الشريعة الإسلامية والدفاع عنها واجب كل المسلمين والهدف الأصلي من الهجوم الأمريكي اليهودي هو القضاء على النظام الإسلامي في أفغانستان.

ثانيا: لا يجوز لمسلم في أي بلد كان سواء كان موظفا حكوميا أو غير ذلك أن يقدم أي مساعدة كانت ومن أي نوع كان للعدوان الأمريكي على أفغانستان خاصة وأن الهجوم يشكل حملة صليبية على أفغانستان المسلمة. وأي مسلم يقدم المساعدة في هذا العدوان يعتبر مرتدا عن الدين

ثالثا :أي شخص يخالف أوامر الله عز وجل وشريعته فإن من كانوا تحته من موظفين أو جنود أو غير ذلك عليهم مخالفة أوامره ورفض الانصياع إليها.

رابعا : البلدان الإسلامية التي تؤيد أمريكا في هذه الحرب وتقدم مساعدة معلوماتية أو أرضية أو أجواء ويمنعون المسلمين من تأدية واجباتهم فإن على المسلمين واجب إزالة هذه الحكومات والحكام بأي وسيلة كانت.

خامسا : دعم المجاهدين في أفغانستان ماليا ومعنويا وماديا فريضة على كل مسلم في الوقت الحاضر، ومن يمكنه الوصول إلى أفغانستان والقتال إلى جانبه فأن الواجب الشرعي عليه أن يبادر إلى ذلك مباشرة ومن لا يستطيع ذلك عليه تقديم الدعم بكل وسيلة ممكنة لهم.

كراتشي الثامن من أكتوبر 2001م

পাকিস্তানের সাবেক মুফতী শাইখ নিজামুদ্দীন শামজাই (রহঃ) এর ফতোয়াঃ

আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার পর মুসলমানদের উপর শরীয়তের বিধান নিম্নরূপঃ

প্রথমতঃ সকল মুসলমানের উপরই জিহাদ ফরজে আইন হয়ে আছে। বিশেষতঃ বর্তমান প্রেক্ষাপটে। কেননা ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান সেই একক ইসলামী রাষ্ট্র যেখানে শরীয়তের বিধান বাস্তবায়িত। এর প্রতিরক্ষা প্রতিটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব। ইহুদী- আমেরিকী এই আক্রমণের মূল লক্ষ্য আফগানিস্তানের ইসলামী শাসনকে ধ্বংস করে দেয়া।

দ্বিতীয়তঃ যে কোন দেশের যে কোন মুসলমান, হোক সে সরকারি চাকুরীজিবী অথবা অন্য কেউ – তার জন্য আফগানিস্তানে আমেরিকার আগ্রাসনে যে কোনরূপে, যে কোন ধরনের সহয়তা করা জায়েজ নেই। বিশেষতঃ মুসলিম আফগানিস্তানের উপর আগ্রাসন ক্রুসেড যুদ্ধের রুপ পরিগ্রহ করেছে। যে কোন মুসলমান এই আগ্রাসনে সহায়তায় এগিয়ে আসবে সে ধর্মত্যাগী মুরতাদ বলে গন্য হবে।

তৃতীয়তঃ যে কেউ আল্লাহ পাকের বিধানাবলী এবং তার শরীয়তের বিরোধীতা

করে, তার অধিনস্থ কর্মচারী অথবা সেনাসদস্য বা অন্য সবার উপর সেই ব্যক্তির নির্দেশাবলীর বিরোধীতা করা ও তার আনুগত্য পরিহার করা ওয়াজিব।

চতুর্থতঃ যে সকল দেশ এই যুদ্ধে আমেরিকাকে সমর্থন দিচ্ছে এবং ভূমি, আকাশ অথবা তথ্য দ্বারা সহায়তা করছে এবং মুসলমানদেরকে তাদের কর্তব্য পালনে বাঁধা দিচ্ছে, এ ধরনের প্রশাসন ও শাসকদেরকে যে কোন উপায়ে অপসারন করা মুসলমানদের উপর ওয়াজিব।

পঞ্চমতঃ বর্তমান সময়ে আফগান মুজাহিদদেরকে আর্থিক, নৈতিক ও রশদ-সামগ্রী দ্বারা সাহায্য করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ, আর যার পক্ষে আফগানিস্তানে পৌঁছা এবং তাদের পাশে থেকে যুদ্ধ করা সম্ভব নিশ্চিতভাবে তার জন্য শরয়ী ওয়াজিব হলো সরাসরি তাতে অংশগ্রহণ করা। আর যে এতে অক্ষম তার কর্তব্য হলো সম্ভাব্য সব পদ্ধতিতে তাদেরকে সহায়তা করা।

করাচী, ৮ অক্টোবর ২০০১

****

পরিচয়ঃ

****

মুফতী নিজামউদ্দিন শামজাই (রঃ) সোয়াতে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর ১৯৬০ সালের দিকে দ্বীনি তালিম হাসিলের জন্য করাচির দারুল খায়ের মাদ্রাসায় ভর্তি হন। পরবর্তীতে তিনি দীর্ঘদিন ছাত্র এবং শিক্ষক হিসেবে জামিয়া ফারুকিয়া মাদ্রাসার সাথে যুক্ত ছিলেন। দীর্ঘ চৌদ্দ বছর তিনি জামিয়া ফারুকিয়া মাদ্রাসার ইফতা বিভাগের প্রধান ছিলেন।

১৯৮৮ সালে মুফতি এবং শিক্ষক হিসেবে তিনি করাচির বিনরি টাউনে জমিয়াতুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসায় যোগ দেন এবং শাহাদাত লাভের পূর্ব পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। মাওলানা হাবিবুল্লাহ মুখতার এর মৃত্যুর পর থেকে তিনি জমিয়াতুল উলুম ইসলামিয়ার ইফতা বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

১৯৯০ সালের শুরুর দিকে, জামশর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইমাম বুখারীর শায়েখদের (শিক্ষকের) উপর পিএইচডি করেন। তারপর থেকে তিনি বিনরি টাউন মাদ্রাসায় বুখারী শরীফেরও দারস দিতেন।

তিনি আরবি, ফারসি, পুশতু ও উর্দু ভাষায় পন্ডিত ছিলেন। প্রতি জুমুয়াবার উর্দু 'দৈনিক জং' পত্রিকায় তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতেন। এর আগে তাঁর উস্তাদ মাওলানা মোহাম্মাদ ইউসুফ লুদিয়ানবি (রঃ) করাচিতে শহীদ হবার আগ পর্যন্ত এই প্রশ্ন-উত্তর প্রদান করতেন।

মুফতি শামজাই (রঃ) ছিলেন ইসলামিক আমিরাত অব আফগানিস্তান এবং তালিবান মুজাহিদীনদের একজন বড় সমর্থক। আফগানিস্তানের ইসলামিক শাসনামলে তিনি কয়েকবার সেখানে সফর করেন এবং মোল্লা মোহাম্মদ ওমর (দাঃ বাঃ) এর সাথে সাক্ষাত করেন। মোল্লা ওমর (দাঃ বাঃ) তাঁকে অনেক সম্মান করতেন।
মুফতি শামজাই (রঃ) ঐ সকল আলেমদের অন্যতম যারা ১৯৭৯-৮০ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদের ফাতওয়া প্রদান করেন। ২০০১ সালের শেষের দিকে ইসলামিক আমিরাত অব আফগানিস্তানে ক্রুসেডার আমেরিকার হামলার পরও তিনি মুজাহিদীনদেরকে ক্রমাগতভাবে সমর্থন দিয়ে যান।

২০০৪ সালের মে মাসে ইসলামের শত্রুরা আততায়ী প্রেরণ করে তাঁকে শহীদ করে দেয়। তাঁর শাহাদাত লাভের পর করাচিতে শেরশাহ এলাকার জামিয়া উসমানিয়ার প্রধান ক্বারী মোহাম্মদ উসমান তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেনঃ

"তিনি ছিলেন পাকিস্তানে ইসলামের সর্বোচ্চ আলেম। যদিও পাকিস্থানের মুফতি–এ–আম হচ্ছেন মুফতি রাফিউদ্দিন উসমানী কিন্তু আমরা সহজেই মুফতি নিজামউদ্দিন শামজাইকে সমান মাপের বলতে পারি।"

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৪০

গণতন্ত্র সম্পর্কে পূর্বসূরী ও বর্তমান আকাবীরদের অভিমত

tayfamansura

Member

১২-০৯-২০১৫

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহঃ তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' নামক গ্রন্থে 'সিয়াসাতুল মাদীনা' নামক অধ্যায়ে লেখেন-

"যেহেতু ভিড়ের নাম হল শহর, এ জন্য তাদের সবার রায় সুন্নাত হেফাযতের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হওয়া অসম্ভব"।

বুঝা গেল, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা, যা সংখ্যাগরিষ্ঠের একমত হয়ার মুখাপেক্ষী, এতে ইসলাম ও মুসলমানদের কামিয়াবী প্রতিষ্ঠিত করা ধোঁকা ছাড়া কিছুই না।

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহঃ বলেন-

"মোটকথা, ইসলামে গণতান্ত্রিক শাসন বলে কোন বস্তু নেই.... এই অভিনব গণতন্ত্র শুধু মনগড়া ধোঁকা। বিশেষত এমন গণতান্ত্রিক শাসন, যা মুসলিম ও কাফের সদস্য দিয়ে গঠিত। একে অমুসলিম শাসনই বলা হবে"। [১]

মাওলানা ইদ্রিস কান্ধলভী রহঃ বলেন-

"ওরা বলে থাকে যে, এটা মজদুর ও সাধারণ মানুষদের হুকুমত। এমন হুকুমত নিঃসন্দেহে কাফিরদের হুকুমত"। [২]

আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদভী রহঃ ইসলামী গণতন্ত্রের পরিকল্পনা রদ করে বলেন–

"গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক কর্মকান্ডের সাথে ইসলামের কি সম্পর্ক আছে? এবং ইসলামী খিলাফতের সাথেই বা কি সম্পর্ক আছে? বর্তমান গণতন্ত্র তো সপ্তদশ শতাব্দীর পরে সৃষ্টি হয়েছে। গ্রীকের গণতন্ত্রও বর্তমান গণতন্ত্রের চেয়ে ভিন্ন ছিল। সুতরাং ইসলামী গণতন্ত্র একটি অর্থহীন পরিভাষা। .....গণতন্ত্র একটি বিশেষ কৃষ্টি ও ইতিহাসের ফলাফল। একে ইসলামের ইতিহাসে অনুসন্ধান করাই অনর্থক"।

[৩]

কারী তায়্যিব সাহেব রহঃ বলেন-

“গণতন্ত্র আল্লাহ তাআলার কর্তৃত্বের মধ্যেও শির্ক এবং আল্লাহ তাআলার ইলমের মধ্যেও শির্ক”। [৪]

মুফতি রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী রহঃ বলেন-

“এইসব বুঝ পশ্চিমা গণতন্ত্রের খবীস বৃক্ষের ফসল। ইসলামে এই কুফরী ব্যবস্থাপনার কোন অবকাশ নাই“। [৫]

মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী শহীদ রহঃ বলেন-

“গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের সম্পর্ক নেই শুধু এ-ই নয় বরং গণতন্ত্র ইসলামের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিরও বিপরীত”। [৬]

মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী শহীদ রহঃ এর কিতাব, ‘আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল‘ এর মধ্যে এই মাসআলাও উল্লেখ আছে-

প্রশ্নঃ হারামকে ইচ্ছে করে হালাল বলা বরং ইসলামী বলা কোন পর্যন্ত নিয়ে যায়? আমি মে ১৯৯১ আমাদের জাতীয় সংসদের অনুমোদিত শরীয়ত বিলের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। সেখানে বলা হয়েছে, শরীয়ত অর্থাৎ ইসলামের বিধি-বিধান যেগুলো কুরআন ও হাদীসে বয়ান করা হয়েছে, পাকিস্থানে সর্বোচ্চ আইন হবে। তবে শর্ত হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও হুকুমতের বর্তমান অবকাঠামো যাতে প্রভাবিত না হয়। অর্থাৎ দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও হুকুমতের বর্তমান অবকাঠামো প্রভাবিত হলে, কুরআন হাদিসকে রদ করে দেওয়া হবে, মানা হবে না। রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও শাসনের অবকাঠামোর ক্ষেত্রে সুপ্রিম ‘ল’ ১৯৭৩-ই আইন সাব্যস্ত হয়েছে।

মাওলানা সাহেব! এই বিলের প্রস্তুতকারক, এর অনুমোদনকারী, একে দেশে কার্যকরকারী এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সাহায্যকারী উলামায়ে কেরাম কোন কাতারে অন্তর্ভূক্ত হবেন??

জবাবঃ .... একজন মুসলমানের কাজ হল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সমস্ত বিধিবিধানকে কোন প্রকারের শর্ত ও কাটছাট ছাড়াই মনেপ্রাণে গ্রহন করা। 'আমি কুরআন সুন্নাহকে আইন মানতে পারি তবে শর্ত হল আমার অমুক দুনিয়াবী উদ্দেশ্য ক্ষতিগ্রস্ত না হতে হবে'- এমন কথা ঈমান নয় বরং কট্টর মুনাফেকী। কেমন যেন আল্লাহর বান্দা ও রাসূলের সঃ উম্মাত হওয়ার ব্যপারে স্পষ্ট অস্বীকৃতি (কুফরী)। [৭]

প্রখ্যাত আলেম মুফতি হামীদুল্লাহ খান দা.বা. বলেন-

"বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে একথা প্রমাণিত যে, বর্তমান গনতন্ত্রই ধর্মহীনতা, নির্লজ্জতা ও সমস্ত বিশৃঙ্খলার মূল। বিশেষত এই ব্যবস্থাপনা কর্তৃক সংসদকে হক্কে তাশরীহ (আইন প্রণয়নের অধিকার) প্রদান কুরআন সুন্নাহ ও ইজমার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। ... আর ভোট পদ্ধতির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যত গ্রহন করা এবং তাঁর সমস্ত অনিষ্টের মধ্যে অংশগ্রহণ করার নামান্তর। এজন্য বর্তমান পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে ভোট গ্রহণ শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয"। [৮] ***

মাওলানা সাইয়েদ আতাউল মুহসিন বুখারী রহঃ বলেন-

"যদি কোন কবরকে মুশকিল আসানকারী মনে করা শির্ক হয়, তাহলে অন্য কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা, ইম্পেরিয়েলিজম, ডেমোক্রেসি, কমিউনিজম, ক্যাপিটালিজম এবং অন্যান্য বাতিল রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে মান্য করা ইসলাম হয় কিভাবে? ... কবর সিজদাকারী মুশরিক, পাথর নুড়ি ও বৃক্ষকে মুশকিল আসানকারী মনে করে যে, সে মুশরিক। অথচ গাইরুল্লাহর ব্যবস্থাপনা- বিধিবিধান সংকলন করা, সেটার জন্যে পরিশ্রম করা, সেটা গ্রহণ করা কি তাওহীদ??

ইসলামে গণতন্ত্র কোথায়? ইসলামে না ভোট আছে? না (বাতিল মতবাদের সাথে) সমঝোতা আছে? এগুলো বরদাশতও করা হয় না, এগুলো কৃষ্টিও বরদাশত করা হয় না। ইসলাম আপনার কাছে আল্লাহর বিধানের কাছে আনুগত্য চায়, (বিধানের ব্যপারে) আপনার কাছে ভোট চায় না, আপনার মতামতও চায় না"। [৯]

মাওলানা শাহ মুহাম্মদ হাকীম আখতার সাহেব রহঃ বলেন-

‘যেদিকে ভোট বেশি সেদিকে যাও’- ইসলামে এমন গণতন্ত্র বলতে কিছুই নেই। বরং ইসলামের কামালত হচ্ছে এই যে, সারা দুনিয়া এক দিকে যাবে, কিন্তু মুসলমান আল্লাহরই থেকে যাবে।

...যখন হুযুর সঃ সাফা পাহাড়ে নবুয়তের এলান করেছিলেন, তখন ইলেকশন ও ভোটের ব্যাপারে নবীর সঙ্গে কেউ ছিল না। নবীর কাছে শুধু নিজের ভোটই ছিল। কিন্তু হুযুর সঃ কি আল্লাহর বার্তা প্রচার করা থেকে বিরত থেকেছেন?? **[১০]**

মুফতিয়ে আযম দারুল উলুম দেওবন্দ, মুফতি মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী রহঃ এর ফাতওয়া–

প্রশ্নঃ আমাদের নবী সঃ কি গণতন্ত্র কায়েম করেছিলেন? আর ৪ খলীফাও কি সেই গণতন্ত্রের উপর চলেছেন নাকি তারা রদবদল করেছেন??

জবাবঃ হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহঃ গণতন্ত্রের নিন্দা করেছেন। সেখানে আইন ও বিধিবিধানের ভিত্তি দলীলের উপর নয় বরং সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপরে। অর্থাৎ মতাধিক্যের ভিত্তিতে ফায়সালা হয়। সুতরাং যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতার রায় কুরআন সুন্নাহর খেলাফও হয়, তাহলেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা অনুযায়ীই ফায়সালা হয়। কুরআনে কারীম সংখ্যাগরিষ্ঠের আনুগত্যকে পথভ্রষ্টতার নিয়ামক বলা হয়েছে।

(সমাজে) আলেম, সৎ ও বুদ্ধিমান লোকের সংখ্যা কমই থাকে। ৪ খলীফা হুযুর সঃ এর পদাঙ্কই অনুসরণ করেছেন। তাঁরা তাঁর খেলাফ অন্য রাস্তা অবলম্বন করেন নি। **[১১]**

শাইখুল হাদীস মাওলানা সলিমুল্লাহ খান দা.বা. এর কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে গণতান্ত্রিক পন্থার অধীনে ইসলামী হুকুমত কায়েম করা সম্ভব কিনা? উত্তরে তিনি বলেন-

“না; তা সম্ভব না। নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলাম আনা সম্ভব নয়। গণতন্ত্রের মাধ্যমেও সম্ভব নয়। গনতন্ত্রে বিবেচ্য হল সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়। আর গরিষ্ঠ সংখ্যা থাকে মূর্খ, যারা দ্বীনের গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত নয়। তাদের থেকে ভালো কিছু আশা করা যায় না”। **[১২]**

হযরত মুফতি নিযামুদ্দীন শামেযী শহীদ রহঃ বলেন-

“দুনিয়াতে আল্লাহর তাআলার দ্বীন ভোটের মাধ্যমে, পশ্চিমা গণতন্ত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে না। কেননা এ দুনিয়াতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হচ্ছে আল্লাহর দুশমনদের, ফাসেক ও ফাজেরদের। আর গণতন্ত্র হল মাথা গণনা করার নাম। ওজন করার নাম নয়।

দুনিয়াতে ইসলাম যখনই প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন সেই এক পন্থায়ই প্রতিষ্ঠিত হবে। যেটা আল্লাহর নবী সঃ অবলম্বন করেছিলেন। তা হল জিহাদের রাস্তা।

আফগানিস্তানে তালেবানদের শাসন এসেছে। ইসলামী শরীয়ত এসেছে। কখন এসেছে? যখন ১৬ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছেন, ১০ লক্ষ মানুষ বিকলাঙ্গ হয়েছেন- কারো হাত নেই, কারো চোখ নেই, কারো কান নেই, কারো পা নেই। আল্লাহ তাআলা বিনামূল্যে কাউকে দেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত কুরবানী না করা হয়। পাকিস্তানের লোকজন আশা করে যে তালেবানের হুকুমত আসুক অথবা তালেবানের মত হুকুমত আসুক। কিন্তু এর জন্য যে কুরবানী প্রয়োজন তার জন্যে তারা প্রস্তুত নয়”। **[১৩]**

রেফারেন্সসমূহঃ

১. মালফুযাতে থানবী রহঃ, পৃ ২৫২

২. আকায়েদুল ইসলাম, পৃ ২৩০

৩. মাসিক সানাবিল, করাচি, মে ২০১৩ ইং, খন্ড ৮, সংখ্যা ১১, পৃষ্ঠা ২৭, ২৮

৪. ফিররি হুকুমাত, কারী মুহাম্মাদ তায়্যিব রহঃ

৫. আহসানুল ফতোয়াঃ ৬/২৬

৬. আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল, ৮/১৭৬

৭. হাশিয়া আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল ১/৪৯

৮. মাসিক সানাবিল, করাচি, মে ২০১৩ ইং, খন্ড ৮, সংখ্যা ১১, পৃষ্ঠা ৩২

৯. তাওহীদ ও সুন্নাত কনফারেন্সে বক্তৃতা, ২৬ সেপ্টম্বর ১৯৮৭ ইং, বার্মিঙ্ঘাম জামে মসজিদ, বৃটেন।

১০. ফাযায়েলে মারেফাত ও মহব্বত, ২০৯

১১. ফতোয়া মাহমুদিয়া, ৪র্থ খন্ড, সিয়াসাত ও হিজরত অধ্যায়, পরিচ্ছেদঃ গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন সংগঠন সম্পর্কিত আলোচনা

১২. মাসিক সানাবিল, করাচি, মে ২০১৩ ইং, খন্ড ৮, সংখ্যা ১১

১৩. মাসিক সানাবিল, করাচি, মে ২০১৩ ইং, খন্ড ৮, সংখ্যা ১১, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪

বিঃদ্রঃ আজকের আলোচনাটি সংকলন করা হয়েছে মাওলানা আসেম ওমর (হাফিঃ) এর লেখা 'ইসলাম ও গণতন্ত্রের সংঘাত' বইয়ের একটি অধ্যায় থেকে। যেহেতু বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ হানাফী মাযহাব এবং উলামায়ে দেওবন্দকে অনুসরণ করে থাকেন, তাই আজকের আলোচনাটি তাদের উপকারে আসবে বলে আশা রাখছি। মহান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৫৫

ফুরুয়ী বিষয়ে ইখতিলাফ

power

Senior Member

০৯-২৬-২০১৫

রাবেতাতুল আলামিল ইসলামী'র আল মাজমাউল ফিকহী (ফিকহী বোর্ড) ফুরুয়ী বিষয়ে ইখতিলাফের ব্যাপারে মন্তব্য করেছেনঃ

আকীদা ও বিশ্বাসগত বিষয়ে মতভেদ হচ্ছে يجب أن لا يكون অর্থাৎ তা না হওয়া অপরিহার্য। আর আহকাম ও বিধানের বিষয়ে যে মতভেদ তা لا يمكن أن لا يكون অর্থাৎ তা না হওয়া অসম্ভব।

এতে শায়খ ইবনে বায (রঃ) ও শায়খ আবদুল্লাহ উমর নাসীফ এর মতো সালাফী আলেমদের স্বাক্ষরও আছে।

শাইখ সালিহ আল উসাইমিন (রঃ) 'আল উসুল মিন ইলমিল উসুল' বই এ 'তাকলীদ' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেনঃ

واصطلاحاً: اتباع من ليس قوله حجة.

يكون التقليد في موضعين:

الأول: أن يكون المقلِّد عاميًّا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد؛ لقوله تعالى:) فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(النحل: الآية43). ويقلد أفضل من يجده علماً وورعاً، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما.

الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية، ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ، واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها؛ لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط.

অর্থাৎ, "তাকলীদ হচ্ছে এমন কারো অনুসরণ করা যার কথা হুজ্জত নয়। ... তাকলীদ দুইটি ক্ষেত্রে করা হয়ঃ

১। যখন মুকাল্লিদ হচ্ছেন একজন আ'ম (সাধারণ) ব্যক্তি যার নিজে নিজে শরীয়াতের হুকুম-আহকাম জানার সামর্থ নেই। এই ব্যক্তির উপর তাক্বলীদ ফরজ।

... তাই এই ব্যক্তি এমন এক ব্যক্তির তাক্বলীদ করবে যাকে সে ইলম ও তাকওয়ার অধিকারী বলে জানে। ...

২। মুজতাহিদ, যখন নতুন কোন বিষয়ের সম্মুখীন হন এবং এই ব্যাপারে তার সুযোগ হয়নি ইজতিহাদ করার, এই ক্ষেত্রে তার জন্য অনুমতি আছে তাকলীদ করার। ..."

একই বই এ শাইখ উসাইমিন (রঃ) তাকলীদের প্রকারভেদ উল্লেখ করতে গিয়েঃ সেটাকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন।

তিনি বলেনঃ

"প্রথম ভাগ হচ্ছেঃ সাধারণ তাক্বলিদ যা হচ্ছে দ্বীনের সকল ব্যাপারে যে কোন এক মাজহাবের সকল করণিয় ও বর্জনীয় মেনে চলা।

আলেমরা এই ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন। পরবর্তী যুগের আলেমদের কেউ কেউ এই ব্যক্তির উপর এটা ওয়াজিব বলেছেন কারণ সে ইজতিহাদ করতে অক্ষম (অনুবাদক নোটঃ এই ইজতিহাদ করতে যে কোন ইমাম কোন মাসয়ালায় উত্তম ফতোয়া দিয়েছেন)। অন্যরা এটা তার জন্য হারাম বলে উল্লেখ করেছেন কারণ এর মাধ্যমে রাসুল (সাঃ) ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে সকল ক্ষেত্রে অনুসরণের জন্য নির্ধারিত করা হচ্ছে"।

দেখা যাচ্ছেঃ শাইখ উসাইমিন (রঃ) সাধারণ মুসলমানদের জন্য তাকলীদ ওয়াজিব বলে উল্লেখ করেছেন।

শাইখ উসাইমিন (রঃ) এর উপরুক্ত কথার ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি হবে? আপনি উনার সাথে এই ব্যাপারে একমত পোষণ করেন? একমত পোষণ না করলে, দয়া করে বিস্তারিত ভাবে জানাবেন।

দেখা যাচ্ছে, শাইখ উসাইমিন (রঃ) মাজহাবকে অস্বীকার করেন নি। এর প্রয়োজনীয়তাকে তিনি অস্বীকার করেন নি। বরং যে কোন এক মাজহাব সর্বদা মানার ক্ষেত্রে আলেমদের মতবিরোধ রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। তারপর তিনি এই দুই মতের মধ্যে তাঁর মতে যেটা সঠিক, সেই মতের পক্ষে কথা বলেছেন।

এই মতবিরোধের এক পক্ষে আছেনঃ ইমাম নববী (রঃ) এর মতো আলেম ও ফকীহ। অন্য দিকে আছেনঃ ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) এর মতো আলেম। ইমাম নববী (রঃ) বলেছেনঃ

ووجهه انه لو جاز اتباع أي مذهب شاء لا فضى إلى ان يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز وذلك يؤدى إلى انحلال ربقة التكليف بخلاف العصر الاول فانه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث مهذبة وعرفت: فعلى هذا يلزمه ان يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين

“ব্যক্তি তাকলীদের অপরিহার্যতার কারণ এই যে, মুক্ত তাকলীদের অনুমতি দেয়া হলে, প্রবৃত্তি তাড়িত মানুষ সকল মাজহাবের অনুকূল বিষয়গুলোই শুধু বেছে নিবে। ফলে হালাল-হারাম ও বৈধ-অবৈধ নির্ধারণের এখতিয়ার এসে যাবে তার হাতে। প্রথম যুগে অবশ্য ব্যক্তি তাকলীদ সম্ভব ছিলো না। কেননা ফিকাহ বিষয়ক মাজহাবগুলো যেমন সুবিন্নস্ত ও পূর্ণাংগ ছিলো না তেমনি সর্বত্র সহজলভ্যও ছিলো না। কিন্তু এখন তা সুবিন্যস্ত ও পূর্ণাংগ আকারে সর্বত্র সহজলভ্য। সুতরাং যে কোন একটি মাজহাব বেছে নিয়ে একনিষ্টভাবে তা অনুসরণ করাই এখন অপরিহার্য”। (আল মাজমু শরহুল মুহায্যাব, ১/১৯)

অপরদিকে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) সর্বদা একই মাজহাব মানা জরুরী এই মতের বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ

وقال: من التزم مذهباً معيناً، ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر، وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر، وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. الفتاوي الكبرى. (৪/৬২৫)

"যে ব্যক্তি কোন একটি নির্দিষ্ট মাজহাব অনুসরণ করে এবং এরপর অপর কোন আলেমের তাকলীদ না করেই যিনি তাকে আরেকটি ফতোয়া দিয়েছেন কিংবা এমন কোন দলীলের ভিত্তি ছাড়াই যা তার মাজহাবের ফতোয়ার বাইরে তাকে আমল করতে বাধ্য করে কিংবা শরীয়াতের কোন রুখসত ছাড়াই, যদি সেই মাজহাবের বিরোধি কোন ফতোয়া অনুযায়ী আমল করে, তাহলে সে ব্যক্তি নিজের নফসের অনুসরণ করছে, এমন হারাম কাজ করছে, যে ব্যাপারে শরীয়াতের কোন ছাড় নেই। এটা অন্যায় ও গুনাহর কাজ।

কিন্তু যদি তার কাছে বিস্তারিত দলীল-প্রমাণের কারণে কিংবা দুইজনের মধ্যে একজনকে এই মাসয়ালায় অধিক ইলমের অধিকারী মনে হওয়ায় এবং এই ব্যাপারে তিনি যা বলেছেন তা তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী মনে হওয়ায় তার কাছে এটা পরিস্কার হয়ে যায় যে, এক ইমামের কথার চেয়ে এই ব্যাপারে অন্য এক ইমামের কথা অধিক নির্ভরযোগ্য এবং এই কারণে তিনি একজনের ফতোয়ার বদলে অন্যজনের ফতোয়াকে ছেড়ে দেন, তাহলে সেটা জায়েজ, বরং সেটা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে ইমাম আহমেদের একটি উক্তি রয়েছে"। (ফাতওয়া আল কুবরা, ৪/৬২৫)

ইমাম নববী (রঃ) এর কথাতো সুস্পষ্ট। তিনি বর্তমান যুগে সবার জন্য যে কোন এক মাজহাব মানার ব্যাপারে মত দিয়েছেন। ইচ্ছেমতো বিভিন্ন মাজহাবের বিভিন্ন ফতোয়া অনুসরণ উচিত নয় বলে উল্লেখ করেছেন।

আর ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) এর মত থেকে তো এতটুকু নিশ্চিত যে তাঁর মতেঃ
- যে কোন একটা মাজহাব মানার সুযোগ আছে। এটাকে তিনি হারাম বলে উল্লেখ করেন নি।

- বরং অন্য কোন ইমামের ফতোয়া কিংবা পর্যাপ্ত দলীল-প্রমাণ ছাড়া নিজ মাজহাবের ফতোয়াকে ছেড়ে দেয়াকে তিনি নফসের খায়েশাত বলে উল্লেখ করেছেন।
- শুধুমাত্র কোন মাসয়ালায় নিশ্চিত জ্ঞানের অধিকারী হলেঃ নিজ মাজহাবের ফতোয়াকে ত্যাগ করে অপর ইমামের ফতোয়াকে গ্রহণ করাকে তিনি জায়েজ এবং ওয়াজিব বলেছেন।

কিন্তু আশ্চর্য হতে হয়ঃ আমাদের দেশে আহলে হাদিস কোন কোন আলেম পুরো মাজহাবকেই অস্বীকার করেন। অনেকে বলেনঃ

- মাজহাব বলতে কিছু নেই।

- কারো তাকলীদ করা যাবে না।

- তাকলীদ সর্বাবস্থায় হারাম। ইত্যাদি।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) এর ঐ কথার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি যেখানে তিনি অন্য কোন আলেমের তাক্বলীদ ব্যতীত কিংবা অন্য শক্তিশালী কোন দলীল ছাড়াই নিজ মাজহাবের বিপরীত আমল করাকে নফসের খায়েশাত বলে উল্লেখ করেছেন?
<u>এই সব ইখতেলাফী ফুরুয়ী মাসয়ালার বিভিন্ন মতের ব্যাপারে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) বলেছেনঃ</u>

وَقَاعِدَتُنَا فِي هَذَا الْبَابِ أَصَحُّ الْقَوَاعِدِ أَنَّ جَمِيعَ صِفَاتِ الْعِبَادَاتِ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ إذَا كَانَتْ مَأْثُورَةً أَثَرًا يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِهِ لَمْ يُكْرَهْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَلْ

يُشْرَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ كَمَا قُلْنَا فِي أَنْوَاعِ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَفِي نَوْعَيْ الْأَذَانِ التَّرْجِيعِ وَتَرْكِهِ وَنَوْعَيْ الْإِقَامَةِ شَفْعِهَا وَإِفْرَادِهَا وَكَمَا قُلْنَا فِي أَنْوَاعِ التَّشَهُّدَاتِ وَأَنْوَاعِ الِاسْتِفْتَاحَاتِ وَأَنْوَاعِ الِاسْتِعَاذَاتِ وَأَنْوَاعِ الْقِرَاءَاتِ وَأَنْوَاعِ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ الزَّوَائِدِ وَأَنْوَاعِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَسُجُودِ السَّهْوِ وَالْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ وَالتَّحْمِيدِ بِإِثْبَاتِ الْوَاوِ وَحَذْفِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ لَكِنْ قَدْ يُسْتَحَبُّ بَعْضُ هَذِهِ الْمَأْثُورَاتِ وَيُفَضَّلُ عَلَى بَعْضٍ إذَا قَامَ دَلِيلٌ يُوجِبُ التَّفْضِيلَ وَلَا يُكْرَهُ الْآخَرُ.

“এ বিষয়ে আমাদের নীতি, আর এটাই বিশুদ্ধতম নীতি, এই যে, ইবাদতের পদ্ধতির বিষয়ে (যেসব ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে তাতে) যে পদ্ধতি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য আছার রয়েছে তা মাকরূহ হবে না; বরং তা হবে শরীয়াত সম্মত। সালাতুল খওফের বিভিন্ন পদ্ধতি, আযানের দুই নিয়ম : তারজীযুক্ত বা তারজীবিহীন, ইকামতের দুই নিয়ম : বাক্যগুলো দুইবার করে বলা কিংবা একবার করে, তাশাহহুদ, ছানা, আউযু এর বিভিন্ন পাঠ, কুরআনের বিভিন্ন কিরাআত, এই সবগুলো এই নীতিরই অন্তর্ভূক্ত। এভাবে ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীর-সংখ্যা (ছয় তাকবীর বা বারো তাকবীর), জানাযার নামাযের বিভিন্ন নিয়ম, সাহু সিজদার বিভিন্ন নিয়ম, কুনুত পাঠ, রুকুর পরে বা পূর্বে, রাব্বানালাকাল হামদ, ওয়াসহ অথবা ওয়া ছাড়া, এই সবগুলোই শরীয়াতসম্মত। কোনো পদ্ধতি কখনো উত্তম হতে পারে কিন্তু অন্যটি মাকরূহ নয়”। (মাজমূউল ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ২৪/২৪২-২৪৩; আল-ফাতাওয়া আল কুবরা ১/১৪০)

ইবনুল কাইয়্যিম (রঃ) যাদুল মাআদ গ্রন্থে' ফজরের সালাতে কুনুত পড়া প্রসঙ্গে বলেছেনঃ

وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه وكالخلاف في أنواع التشهدات وأنواع الأذان والإقامة وأنواع النسك من الإفراد والقران والتمتع

"এটা ওইসব মতভেদের অন্তর্ভূক্ত যাতে কোনো পক্ষই নিন্দা ও ভর্ৎসনার পাত্র নন। এটা ঠিক তেমনই যেমন সালাতে রাফয়ে ইয়াদাইন করা বা না করা, তদ্রূপ আত্তাহিয়্যাতুর বিভিন্ন পাঠ, আযান-ইকামাতের বিভিন্ন ধরন, হজ্বের বিভিন্ন প্রকার - ইফরাদ, কিরান, তামাত্তু বিষয়ে মতভেদের মতোই"। (যাদুল মায়াদ, ১/২৫৬)

দেখা যাচ্ছে, এই দুই সম্মানিত ইমামের (রঃ) মতে আমাদের সমাজে বর্তমানে যে সকল ফুরুয়ী ইখতিলাফী মাসয়ালা নিয়ে প্রচুর সময় ব্যয় করা হচ্ছে, তার বেশীরভাগকেই তাঁরা মুস্তাহাব পর্যায়ের বলছেন। যেমনঃ

- রাফে ইয়াদাইন করা বা না করা।

- ইকামাতের কথাগুলো দুইবার বনাম একবার বলা।

- ঈদের নামাজের ৬ তাকবীর বনাম ১২ তাকবীর।

- সিজদা সাহুর বিভিন্ন নিয়ম।

- দুয়া কুনুত রুকুর আগে বনাম রুকুর পরে। ইত্যাদি।

অর্থাৎ এগুলো করলে কিংবা না করলে নামাজের কোন ক্ষতি হবে না। নামাজ পুরোপুরিই আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এসব বেশীরভাগ মাসয়ালায় এক ইমামের মতে এক পদ্ধতি উত্তম এবং অন্য ইমামের মতে অপর কোন পদ্ধতি উত্তম। শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ছালিহ আল উছাইমীন (১৪২১ হি.) তিনি [লিকাআতুল বাবিল মাফতূহ, প্রশ্ন : ১৩২২] এর উত্তরে বলেনঃ

''এ যুগের কিছু কিছু সালাফী, বিরোধীদেরকে গোমরাহ বলে থাকে, তারা হকপন্থী হলেও। আর কিছু কিছু লোক তো একে বিভিন্ন 'ইসলামী' দলের মত একটি দলীয় মতবাদে পরিণত করেছে। এটা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়, অবশ্যই এর প্রতিবাদ করতে হবে। তাদেরকে বলতে হবে, সালাফে সালেহীনের কর্মপদ্ধতি লক্ষ করুন, ইজতিহাদগত মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে তাদের নীতি কী ছিল এবং তাঁরা কেমন উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

তাঁদের মাঝে তো অপেক্ষাকৃত বড় বড় বিষয়েও মতভেদ হয়েছে, কোনোকোনো (শাখাগত) আকীদা বিষয়েও মতভেদ হয়েছে : দেখুন, আল্লাহর রাসূল তাঁর রবকে

দেখেছেন কিনা-এ বিষয়ে কেউ বললেন,দেখেননি; কেউ বললেন, দেখেছেন। কেয়ামতের দিন আমল কীভাবে ওজন করা হবে-এ বিষয়ে কেউ বলেছেন, আমল ওজন করাহবে। কেউ বলেছেন, আমলনামা ওজন করা হবে; তেমনি ফিকহের মাসাইল- নিকাহ, ফারাইয, ইদ্দত, বুয়ূ (বেচাকেনা) ইত্যাদি বিষয়েও তাঁদের মাঝে মতভেদ হয়েছে, কিন্তু তাঁরা তো একে অপরকে গোমরাহ বলেননি।

'সুতরাং যাদের বিশ্বাস, 'সালাফী' একটি সম্প্রদায়, যার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট রয়েছে, অন্যরা সবাই গোমরাহ, প্রকৃত সালাফী আদর্শের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। সালাফী মতাদর্শের অর্থ হচ্ছে, আকিদা-বিশ্বাস, আচরণ- উচ্চারণ, মতৈক্য-মতানৈক্য এবং পরস্পর সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির ক্ষেত্রে সালাফে সালেহীনের পথে চলা। যেমনটি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম বলেছেন; প্রীতি, করুণা ও পরস্পরের প্রতি অনুরাগে মুমিনগণ যেন একটি দেহ, যার এক অঙ্গ অসুস্থ হলে গোটা দেহ জ্বর ও নিদ্রাহীনতায় আর্তনাদ করতে থাকে। এটিই হচ্ছে প্রকৃত সালাফী মতাদর্শ।'

(collected)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৭৪৭